22 June 2024
West Bengal News

নতুন ফৌজদারি আইন	খবরে কেন? • বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন শুরু করতে বিলম্ব করতে বলেছেন যা 1লা জুলাই, 2024 সাল থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। গুরুত্বপূর্ণ দিক • নতুন আইনটি হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন। • তারা যথাক্রমে ঔপনিবেশিক যুগের ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধির কোড এবং **1872** সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনকে প্রতিস্থাপন করবে। • এই আইনগুলির লক্ষ্য হল বিভিন্ন অপরাধ এবং শাস্তির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে সংশোধন করা।

রেশম চাষ (সেরিকালচার)
 	
	খবরে কেন?
	• রাজ্যের কৃষি মন্ত্রক জেলা আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে যে রেশম চাষীরা রেশম চাষের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সুবিধাগুলি পান তা যেন নিশ্চিত করা হয়।
	• উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করা, রেশম চাষের জন্য উৎসর্গকৃত জমির যথাযথ ব্যবহার এবং বীজ উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল।
	
	সম্পর্কিত
	• রেশম চাষ হল একটি কৃষি-ভিত্তিক শিল্প যাতে কাঁচা রেশম উৎপাদনের জন্য রেশম কীট পালন করা হয়, যা নির্দিষ্ট প্রজাতির পোকামাকড় দ্বারা কাটা কোকুন থেকে প্রাপ্ত সুতো।
	• রেশম চাষের উদ্দেশ্যে গৃহপালিত রেশম কীট **(Bombyx mori)** পালন করা হয়।
	• বিভিন্ন প্রজাতির রেশম কীট থেকে পাঁচটি প্রধান ধরনের রেশম পাওয়া যায়।
	  ○ তুঁত
	  ○ ওক
	  ○ তসর ও ক্রান্তীয় তসর
	  ○ মুগা
	  ○ এরি
	• পশ্চিমবঙ্গ দেশের একমাত্র রাজ্য যা চারটি সিল্কের রূপের কাঁচামাল উত্পাদন করে - তুঁত, তসর, ইরি এবং মুগা।
	• ভারত সরকার দেশে রেশম চাষের প্রচারের জন্য 2017 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত 'সিল্ক সমগ্র' প্রকল্পের (কেন্দ্রীয় খাত) জন্য 2161.68 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।
	
	ভাবো
	"রেশম সমগ্র" প্রকল্প কি?

মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গাপ্পি মাছ

খবরে কেন?

- জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ (JDP) ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের উদ্যোগ হিসাবে জেলায় গাপ্পি মাছ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ দিক

- সংক্রামিত মশার কামড়ে মশাবাহিত রোগ ছড়ায়।
- মশা দ্বারা মানুষের মধ্যে যেসব রোগ ছড়ায় তার মধ্যে রয়েছে জিকা ভাইরাস, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস, চিকুনগুনিয়া ভাইরাস, ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া।
- মশা-মাছ বা গাপ্পি মাছ একটি মিষ্টি জলের মাছ। মশার লার্ভা খায় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে মস্কিউটোফিশ।
- মশা মাছের দুটি প্রজাতি রয়েছে - গাম্বুসিয়া অ্যাফিনিস এবং গাম্বুসিয়া হলব্রুকি।
- সাম্প্রতিক সময়ে, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলি মশার আতঙ্ক মোকাবিলায় জলাশয়ে এই মাছ ছেড়েছে।

তিস্তা নদী

The Ganges-Brahmaputra Basin

খবরে কেন?

- ভারী বর্ষার কারণে সিকিমের অনেক অংশে ভূমিধস হয়েছে এবং তিস্তা নদীর উচ্চতা বেড়েছে, যার ফলে NH10-এর নীচে ভূমিক্ষয় হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ দিক

- তিস্তা নদী ব্রহ্মপুত্রের (বাংলাদেশে যমুনা নামে পরিচিত), ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি প্রধান ডান-তীর উপনদী।
- এটি সিকিমের সো লামো হ্রদের কাছে হিমালয়ে উৎপন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশে প্রবেশের আগে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে।
- উৎসঃ পাহুর্নি হিমবাহ, খাংশে হিমবাহ এবং ছো-লামো হ্রদ।
- বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হওয়ার আগে নদীটি বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে।
- তিস্তার উপর দুটি বড় বড় ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছিল-
  - ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গাজলডোবা
  - দুয়ানি, বাংলাদেশ

তুমি কি জানতে?

- ন্যাশনাল হাইওয়ে **10 (NH 10)** (আগে, NH 31A) হল উত্তর পূর্ব ভারতের একটি জাতীয় মহাসড়ক যা ভারত/বাংলাদেশ সীমান্তকে শিলিগুড়ি হয়ে গ্যাংটকের সাথে সংযুক্ত করে। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম রাজ্যের মধ্য দিয়ে গেছে।

গুরুত্বপূর্ণ দিন: পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস	খবরে কেন? • শিলং-এর রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মেঘালয়ের রাজ্যপাল ফাগু চৌহান প্রধান অতিথি হিসেবে এখানে উপস্থিত ছিলেন। • এটি ভারত সরকারের "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত" উদ্যোগের সাথে সঙ্গতি রেখে পালিত হয়, যার লক্ষ্য বিভিন্ন রাজ্য/শাসিত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানো এবং পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উন্নীত করা। • এই অনুষ্ঠানটিতে "ছৌউ" নামে একটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা যেমন "মেঘমল্লার", "ফ্রম দ্য ডেপথ অফ ডার্কনেস" এবং "চন্ডালিকা" অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা রাজ্যের অবদানের উপর জোর দেয়।
1% ট্রান্সজেন্ডার কোটার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট	খবরে কেন? • সুপ্রিম কোর্টের NALSA রায় এবং সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কলকাতা হাইকোর্ট বাংলায় সরকারি চাকরিতে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্য 1% সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে। গুরুত্বপূর্ণ দিক: • একজন "ট্রান্সজেন্ডার" একজন ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় যার লিঙ্গ জন্মের সময় সেই ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত লিঙ্গের সাথে মেলে না। • এতে ইন্টারসেক্স ভ্যারিয়েশনসহ ট্রান্স-পার্সন, জেন্ডার-কুইয়ার এবং কিন্নর, হিজড়া পেশা ও সম্প্রদায়, আরাবাণী এবং জোগতার মতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। • ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (NALSA) বনাম ভারতের ইউনিয়ন কেসে (2014) সুপ্রিম কোর্ট তাদের "তৃতীয় লিঙ্গ" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ○ এটি স্বীকৃত যে তৃতীয় লিঙ্গ ব্যক্তিরা সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে মৌলিক অধিকারের অধিকারী। ○ এই রায়টি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং চাকরিতে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের "সব ধরণের সংরক্ষণ" প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। ভাবো NALSA বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (2014)

Copyright © by Adda247
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Adda247.